শীতের আমেজে জমজমাট মেহেরপুরের ফুটপাতে পিঠার দোকান

শীতের আমেজ অনুভূত হতেই মেহেরপুর শহরজুড়ে পিঠা বিক্রির ধুম পড়েছে। শহরের বিভিন্ন মোড়, বাজার ও জনসমাগমস্থলে বসেছে পিঠাপুলির অস্থায়ী দোকান। স্বাদে অনন্য এসব পিঠা খেতে প্রতিদিন ভিড় করছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঋতুচক্র অনুযায়ী পৌষ-মাঘ শীতকাল হলেও মেহেরপুরে শীতের অনুভূতি চলে আসে কার্তিকের শেষ দিক থেকেই। ঠান্ডা হাওয়া বইতেই শহরের পথে পথে শীতের পিঠার ঘ্রাণ জানান দিচ্ছে মৌসুমের আগমন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর শহরের গড়পুকুর, কলেজ মোড়, পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে, নতুনপাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে বসেছে পিঠার দোকান। দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতারা দোকান সাজিয়ে ফেলেন। সন্ধ্যার পর এসব দোকানে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। ক্ষুধার্তদের পাশাপাশি শখ করেও অনেককে দেখা যায় পিঠার স্বাদ নিতে।

পাটিসাপটা, ধুপি, চিতই সবচেয়ে বেশি চাহিদা এসবের। চালের গুঁড়া, খেজুরের গুড় ও নারিকেল দিয়ে তৈরি ধুপি গরম গরম চুলা থেকে নামিয়ে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন দোকানিরা। চিতই পিঠার সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে, ঝাল ভর্তা, সরিষা বাটা, শুঁটকি ভর্তা ও বিভিন্ন উপকরণ।

গড়পুকুর এলাকার ধুপি বিক্রেতা সম্রাট ইসলাম বলেন, সারা বছর চপ পেঁয়াজি বিক্রি করি। তবে শীত এলেই পিঠার চাহিদা বেড়ে যায়। চাকরিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী সকলেই পিঠা খেতে আসেন। অনেকে আবার বাসায় নিয়েও যান।

তিনি জানান, বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ধুপি বিক্রি করে দিনে ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা লাভ থাকে, যা দিয়ে এখন তার সংসার চলে।

পিঠা বিক্রেতা জামাল উদ্দিন বাবু বলেন, আগেরবার বাইরে আয়োজন করে দারুণ ব্যবসা হয়েছিল। এবার গড়ে আয়োজন করছি বলে তুলনামূলক কম হচ্ছে, তবে পায়েশ, সুজি ডিমের পিঠা, সরু পিঠা আর পাটিসাপটার স্বাদ ও মান আগের মতোই চমৎকার। ধীরে ধীরে মানুষ জানলে এবং স্বাদ

পেলে আবার আগের মতোই ভালো ব্যবসা হবে।

ক্রেতা শাহাদাত হোসেন বলেন, একসময় শীতে বাড়ি বাড়ি পিঠা তৈরির ধুম ছিল। ভাপা, চিতই, রসের পিঠা নানা রকম পিঠা বানানো হতো। সময়ের সাথে সেই প্রচলন অনেকটাই কমে গেলেও এখন ফুটপাথের পিঠা আবার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই সন্ধ্যা নামলেই পিঠার দোকানে ভিড় লেগে থাকে।

ক্রেতা মিলন হোসেন বলেন, ছেলে-মেয়েদের জন্য পিঠা নিয়ে যাচ্ছি। শীতের এসব পিঠা তারা খুব পছন্দ করে। তাই পিঠা নিয়ে যাচ্ছি ওরাও খাবে, আমরাও খাবো।

শীতের আগমনে মেহেরপুরের পথঘাটে পিঠার ঘ্রাণ ও ভিড় যেন শহরবাসীর মৌসুমী আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলেছে।

হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজে পিঠা উৎসব

লোকজ ঐতিহ্য এবং নারীদের শিল্প নৈপুণ্যের ধারক ও বাহক রূপেও পিঠা বিবেচিত হয়ে থাকে। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে এই পিঠা উৎসব। প্রতি বছর শীতে এলেই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় পিঠা পুলির উৎসব।

গ্রামীণ ঐতিহ্য ও নতুন প্রজন্মের কাছে হরেক রকমের পিঠার পরিচয় তুলে ধরতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব।

বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে শুরু হয়ে দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীরা ১৩টি স্টল সাজিয়ে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের বাহারী ও মুখরোচক পিঠার আয়োজন করে।

ভোজন রসিকরাও পিঠা খেয়ে প্রশংসা করেছেন। আর আয়োজকরা বলছেন প্রতি বছরই এমন আয়োজন থাকবে নতুন প্রজন্মের কাছে পিঠা পুলির পরিচিতি তুলে ধরার জন্য।

এছাড়া সপ্তাহ ব্যাপি বার্ষিক ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আহবায়ক আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান শেখর, বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আহবায়ক মহব্বত আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নজরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোঃ আব্দুর রাকিব উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেণ।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের

শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

মুজিবনগরে শিশু পরিবারে পিঠা উৎসব

মুজিবনগরে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের পুরষ্কার বিতরনসহ শীতকালীন পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠিত হয়েছে মুজিবনগর সরকারী শিশু পরিবারে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশু পরিবার চত্বরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আসাদুল ইসলাম।

শিশু পরিবারের প্রধান শিক্ষক তন্ময় সাহার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের সুপারেন্টেন্ডেন্ট (সহকারি পরিচালক)মাসুদ আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হাসান

মুস্তাফিজুর রহমান, ট্রাফিক ইনেস্পেক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা লাল্টু মিয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল-আজাদ, জেলা মুখ্য সংগঠক উপজেলা ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ প্রমুখ।

শিশু পরিবারের শিশুদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন পিঠা শিশু পরিবারের শিশুরা সহ অতিথি বৃন্দকে পরিবেশন করা হয়।

শেষে বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় এবং শিশু পরিবারের শিশুদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ে তারুণ্যের পিঠা উৎসব

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যের উদ্যোগে পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ উৎসবে শিক্ষার্থীসহ শত শত মানুষ অংশ নেয়।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত চলা এ উৎসবে ১৪টি স্টলে ৭০ ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পরিবেশন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের সভাপতি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ.কে.এম হুমায়ুন কবীর। প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার কে.এইচ. তাসফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, এ ধরনের পিঠা উৎসব দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। পিঠা উৎসব গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী একটি প্রথা। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে স্কুল ক্যাম্পাসে এসে উৎসবে ভিড় জমায়।

উৎসবের আগে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় ও ছাত্রীদের পরিবেশনায়

বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য ও সংগীতের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় পুরো উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পরে ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও এসময় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, আব্দুস সালাম, রফিকুল ইসলাম, মহবুবুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, মাহমুদা খাতুন, সনচিতা রানী, সাথী রাণী, সুমিতা, শামসুন নাহার হীরা, শারমিন, নাছরীন আক্তারী, শামসুন নাহার তুলি, সাইদুর রহমান, খোরশেদ আলম, কামাল হোসেন, হাফিজুর রহমান, সাবিনা খাতুন, ইয়াছিন, জামাত আলী, রফিকুল ইসলাম, ফরিদা খাতুন, সাজ্জাদ হোসেন, ফয়সাল আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় বর্ণিল পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

দর্শনা সরকারি কলেজে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বর্ণিল আয়োজনে পিঠা উৎসব পালিত হয়েছে। সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টায় পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত এ উৎসবে ১৭টি স্টলে শোভা পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পকান পিঠা, জড়া পিঠা, কুলি পিঠা, রস পিঠা, দুধ পাকন, পটি সাপটা, প্রজাপতি পিঠা, ঝিনুক পিঠা, গোলাপ পিঠা, গাজরের হালুয়া, ক্ষীর সন্দেশ, কলা পিঠা এবং পায়েশ।

প্রতিটি স্টলের নামেও ছিল সৃজনশীলতা, যেমন রোভার পিঠাপুলি, রসুই ঘর, পিঠা মেলার ঝুড়ি, পেটুক বাড়ীর পিঠা, পার্বণী পসার, ছয় সাথীর পিঠা ঘর, পিঠার ডালায় বন্ধুত্ব, পিঠা পুলির পার্বণ, পিঠা সংসদ, পিঠার টানে বাঙালীর ঘরে, হৃদয় হরণ পিঠা ঘর, শীত ও তারুণ্যের পিঠা পার্বণ, পৌষ পার্বণের পিঠা বিলাস, মনোপুলি, ঢেঁকির বৈঠক খানা এবং জে এ এস পিঠা ঘর। অতিথিরা স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং প্রশংসা করেন।

উৎসবের উদ্বোধনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পিঠা উৎসবের আহ্বায়ক আশরাফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, “গ্রামবাংলার শীত মৌসুমে কৃষাণীর ঘরে তৈরি পিঠা আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃষকরা শীতের শুরুতেই খেজুর রস ও গুড় উৎপাদন করেন। এ মৌসুমে ধানের ঘ্রাণে কৃষকের ঘর ভরে যায় এবং পিঠা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন সবাই। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য পৌঁছে দিতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক সাইফুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক মতিউর রহমান, বাংলা বিভাগের মুকুল হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কায়ইম জাহান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সিডিএল-এর পরিচালক আবু সুফিয়ান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক তানভীর আহম্মেদ এবং ছাত্র শিবিরের দর্শনা সরকারি কলেজের সাধারণ সম্পাদক হামজা ফরাজি।

পিঠা উৎসব শেষে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক মোঃ জাকির হোসেন।

মেহেরপুরে কারুপণ্য মেলা ও পিঠা উৎসব

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে উদযাপিত হয়েছে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে তারুণ্যের ভাবনায় নতুন বাংলাদেশ শীর্ষক কারুপণ্য মেলা, পিঠা উৎসব, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল ৩ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলার

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অধ্যাপক মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার, উপজেলা পাট বীজ কর্মকর্তা মোঃ ইমান আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ, আব্দির রশিদ, বজলুর রহমান, চাঁদ আলী, দুলাল উদ্দিন, আয়ুব আলী, হেকমত আলী, লিয়াকত আলী ও আবুল কাসেম।

অনুষ্ঠানের শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বুড়িপোতা ইউনিয়নের সচিব সানেয়ার হোসেন।

গাংনীতে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা

বাঙালি সংস্কৃতিতে শীত ঋতু বিশেষ ভূমিকা জুড়ে আছে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে তৈরি হয় নানান জাতের পিঠা। এই পিঠাই চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সাথে ছিল হারিয়ে যাওয়া কারুপণ্য।

আবহামান কাল ধরে গ্রামবাংলার মানুষের ঐতিহ্যেও এই নানাজাতের ঐতিহ্যবাহী পিঠা আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে। যান্ত্রিক জীবনে নতুন প্রজন্ম জানে না বাঙালিয়ানা অনেক পিঠার নাম। দিনভর নানা বয়সী মানুষের পদচারনায় মুখরিত ছিল উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণ। বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলে ধরতে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার দিনব্যাপি আয়োজন করা হয়েছে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা। গতকাল আজ সোমবার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব-২০২৫। বিভিন্ন শিক্ষা

বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল চত্তর ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরানো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে নানা প্রকার পিঠার পসরা সাজিয়ে রাখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি এউৎসবে নকশী কাঁথা স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন ছিল আয়োজনের আলাদা মাত্রা। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা হারিকেন, হুকু, বোন্দা, হাঁড়ি-পাতিল রাখার সিঁকিসহ নানা রকম পণ্যের পসরা প্রদর্শন করা হয়। গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ উৎসবের আয়োজন করে।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরোনো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। পিঠা ও কারুপণ্য প্রদর্শিত স্টল পরিদর্শনে এসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় জানান,পুরোনো ঐতিহ্য এভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জানান দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ থেকে নতুন প্রজন্ম অনেকটা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেলো।